১৭-০৬-১৭ প্রাত: মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছ, সেই প্রতিজ্ঞায় সম্পূর্ণ চলতে হবে, জান যায়, কিন্তু ধর্ম না যায় - এ হল সবথেকে উচ্চ লক্ষ্য , প্রতিজ্ঞা ভুলে যদি উল্টো কাজ করো, তাহলে তোমাদের রেজিস্টার খারাপ হয়ে যাবে ।"

প্রশ্ন :- এই যাত্রায় আমরা যে তীক্ষ্ণতার সাথে এগিয়ে যাচ্ছি, তার চিহ্ন বা নিদর্শন কি ?

উত্তর :- এই যাত্রায় যদি তীক্ষ্ণতার সাথে এগোতে থাকো, তাহলে বুদ্ধিতে এক স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকবে । সর্বদা বাবা আর বর্সা বা তাঁর সম্পত্তি ছাড়া আর কোনো কিছুই স্মরণে থাকবে না। যথার্থ স্মরণের অর্থ হল এখানকার কোনোকিছুই নজরে আসবে না । দেখেও যেন তোমরা কিছুই দেখতে পাচ্ছো না । সমস্ত কিছু দেখেও তোমরা বুঝতে পারবে যে এই সব কিছুই একদিন মাটিতে মিশে যাবে । এই মহল ইত্যাদি সবই নষ্ট হয়ে যাবে । এখানকার কোনো কিছুই আমাদের রাজধানীতে ছিল না, আর না ভবিষ্যতে হবে ।

গীত :- ও মাঝি, আমার ভাগ্যের নৌকাকে যেদিকে চাও নিয়ে চলো.....

ওম্ শান্তি । এই গানের লাইন কিন্তু বাস্তবে ভুল । বাবা বলেন বাচ্চারা, আমি এসেছি তোমাদের নিয়ে যাবার জন্য । কোথায় নিয়ে যাবেন ? নিয়ে যাবেন মুক্তি আর জীবনমুক্তিধামে । যত উঁচু পদ পাবে, তত নাও । এমন নয় যে তিনি যেখানে চান .....। সবাই চায় যে, পুরুষার্থ করি । কিন্তু নাটকের নিয়ম অনুসারে সমস্ত পুরুষার্থী একরকম হবে না । এ তো বাচ্চাদের নিজের উপর নিজেদেরই কৃপা করতে হবে । জ্ঞানের সাগর তো জ্ঞান আর যোগ শেখাতে এসেছেন । এ হলো তাঁর কৃপা, যেমন শিক্ষক পড়িয়ে থাকেন । যোগী যোগ শেখান । বাকি কম বা বেশী শেখা তো তাদের উপর নির্ভর করে । তোমরা জানো যে আমরা সকলেই সত্ এর সঙ্গে বসে আছি, নাকি মিথ্যার সঙ্গে । সত্ এর সঙ্গ একজনেরই, কেননা সত্ হলেন একজনই । তিনিই সত্যযুগের স্থাপনা করান আর সেই সত্যযুগে নিয়ে যাওয়ার পুরুষার্থও তিনিই করান । সত্যর একটা শ্লোকও আছে যে, সত্য বলো, সত্য পথে চলো, তাহলেই সত্য খণ্ডে যেতে পারবে । শিখ ধর্মের লোকেরা বলে থাকে, সত্ শ্রী অকাল । একই সত্য বাবা হলেন সবার থেকে শ্রেষ্ঠ, অকালমূর্ত । তাঁকে কখনো কাল গ্রাস করতে পারে না । মানুষকে তো প্রতি মুহূর্তে কাল গ্রাস করে । তোমরা বাচ্চারা সত্যিকারের সত্সঙ্গে বসে আছো । ভারত এখন যেমন মিথ্যা খণ্ড হয়েছে, তাকে সত্য খণ্ড বানান একমাত্র বাবা । দেবী - দেবতারা সকলেই হলেন তাঁর সন্তান । এখান থেকেই দেবতারা পুণ্য আত্মা হওয়ার বর্সা বা সম্পত্তি নিয়ে যান । এখানে তো সবই মিথ্যা । গভর্নমেন্টও যে কথা দেয়, তাও মিথ্যা । গভর্নমেন্ট বলে, আমরা ভগবানের দিব্যি খেয়ে সত্যি বলছি । কিন্তু এই কথা বলেও মানুষ ভয় পায় না । এর থেকে তারা যদি বলে যে আমরা আমাদের বাচ্চার নামে দিব্যি খাচ্ছি, তাহলে বলতে গিয়ে আটকাবে বা দুঃখ পাবে, কেননা তারা ভাবে যে ঈশ্বর আমাদের সন্তান দেন । তাই ঈশ্বরের নাম করে যদি বাচ্চার নামে দিব্যি দিই, কি জানি, যদি বাচ্চা মারা যায় .....তাই এই কথা বলতে গিয়ে তারা আটকায় । স্ত্রী তার স্বামীর নামে কখনোই দিব্যি দেবে না । পুরুষ কিন্তু তার স্ত্রীর নামে দিব্যি দিয়ে থাকে । তারা ভাবে যে এক স্ত্রী মারা গেলেও আর একজন স্ত্রী নিয়ে আসবে । মানুষ মাত্রই যে দিব্যি দেয়, সে সবই মিথ্যা । প্রথমে তো ভগবানকে বাবা ভাবতে হবে । না হলে এই বাবার নেশা থাকবে না ।

তোমরা বাচ্চারা জানো যে সত্ শ্রী অকাল সেই বাবাকেই বলা হয় । সেই সত্ বাবার নাম হলো শিব । যদি কেবলমাত্র রুদ্র বলো তাহলে দ্বিধায় পড়ে যাবে । কিন্তু বোঝানোর জন্য এই কথাও বলতে হয় । গীতাতেও রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের কথা বলা আছে, যার থেকে বিনাশ জ্বালা প্রজ্জ্বলিত হয়েছিলো । সেও এখনকারই কথা । কৃষ্ণের যজ্ঞের কোনো নাম নেই । দুজনকেই মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে । বোঝানো হয় যে সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে কোনো যজ্ঞ হয় না । যজ্ঞ হয় জ্ঞানের । বাকি সবই পার্থিব যজ্ঞ । পুঁথি পড়া বা পুজো করা, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের । জ্ঞান হলো একটাই যা সত্য পরমাত্মা দিয়ে থাকেন । মানুষ ঈশ্বরের নামেই মিথ্যা বলে থাকে, তাই ভারত এমন কাঙ্গাল হয়ে গেছে । এর থেকে বড় মিথ্যা আর কিছুই নেই । এই নাটক তো সম্পূর্ণ বানানো আছে । এর আর এক নাম ভুল ভুলাইয়া অর্থাত্ বাবাকে ভুলে যাওয়াতে বিভ্রান্ত হওয়া । এরপর বাবা এসে এই বিভ্রান্তি ছাড়িয়ে দেয় । এই নাটকে হার জিতের খেলাই আছে । এই হারাতে অর্ধেক কল্প লেগে যায় । সম্পূর্ণ মাটিতে মিশে যায় । তারপর অর্ধেক কল্প আমাদেরই জিত হয় । এইকথা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানে না । বড় বড় গীতা পাঠশালা তো অনেকই আছে । গীতার ভারতী বিদ্যাভবনও বানানো হয়েছে । গীতার নাম তো অনেক উঁচু । গীতাকে বলা হয় সর্ব শাস্ত্র শিরমণি । কিন্তু এর বদল হওয়াতে তা আর কোনো কাজের নেই । অনেকদিন ধরেই গীতার নাম চলে আসছে । বাবা বলেন যে গীতার ভগবান আমি নাকি কৃষ্ণ । এখন হলো সঙ্গমের সময় । বাবা হলেন রচয়িতা, যখন তিনি স্বর্গের রচনা করেন তখনই রাধা - কৃষ্ণ বা লক্ষ্মী - নারায়ণ আসবেন । বাবা এসে স্বর্গের মালিক আমাদেরই বানান, জগদম্বা আর জগত পিতার দ্বারা । এই রাজযোগ তো ভগবান ছাড়া অন্য কেউই শেখাতে পারেন না । জগদম্বা হলেন অনেক নামিদামী । কলসও জগদম্বার কাছেই থাকে । লক্ষ্মী - নারায়ণ বা রাধা - কৃষ্ণ তো আর এখন নেই । কৃষ্ণের সাথে তো রাধাকেও থাকা চাই । গীতাতে রাধার কোনো বর্ণনাই নেই । ভাগবতে আছে । বাবা বলেন যে যারা রাধা কৃষ্ণ ছিলেন, তারাই এখন ৮৪ জন্মের শেষ জন্মে । আমি তাঁদের এবং তাঁদের রাজধানীকে আবারও তৈরী করছি । সবাইকে গোরা বানাচ্ছি । এ হলো অতি গোপন কথা যা তোমারই জানো যে আমরাই হলাম সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী দৈবী ঘরানার । আমরাই ৮৪ জন্ম ভোগ করেছিলাম । আবার আমরা সেই সত্যযুগে যাবো । সত্যযুগ থেকেই তো গোণা হবে, তাই না ? এই ৮৪ জন্মের চক্রও বিখ্যাত । তোমরা তো বাবার বর্সা বা সম্পত্তিকে প্রতি মুহূর্তে স্মরণ করো, তাই না ? এখন এই ৮৪ র চক্রকে স্মরণ করো । এই চক্রকে স্মরণ করা অর্থাত্ সারা পৃথিবীর হিস্ট্রি - জিওগ্রাফিকে স্মরণ করা । যত স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকবে, বুঝবে, ততই এই যাত্রায় তীক্ষ্ণ গতিতে এগোতে পারছো ।

তোমরা জানো যে এখন এই দুনিয়া কাঁটার । তমোপ্রধান মানুষ পাঁচ বিকারে আটকে আছে । বাবা বলেন, "আমিত্ব" ভাব ছেড়ে দাও, কিন্তু ছাড়েই না । এমন বেহদের রাজত্ব পাবে তবুও বলে ভেবে দেখবো । এই বিকার কি এতই প্রিয় যে বলে, ছাড়ার জন্য ভেবে দেখবো । আরে, এখনই প্রতিজ্ঞা করো তাহলেই তো বাবার থেকে সাহায্য পাবে । এটা তো জরুরী যে প্রতিজ্ঞা করো, কুলের কলঙ্ক হবো না । যাই হোক ধর্ম ছাড়বো না । এই লক্ষ্য হলো অনেক উঁচু । বাবা তো সম্পূর্ণ চেষ্টা করবেন, তাই না ? হালকা ছাড়বেনই না । আচ্ছা, একবার মাফ করে দেবেন । কিন্তু আবারও যদি করো, তাহলেই শেষ হয়ে যাবে, এতেই তোমাদের হিসেব খারাপ হয়ে যায় । এই বিকার হলো এক বিষ । জ্ঞান হলো অমৃত, যার থেকে মানুষ থেকে দেবতা হওয়া যায় । দুনিয়ায় তো হলো কুসঙ্গ । শিখের সত্ শ্রী অকাল বলে খুব রব তোলে কেননা এই সত্ শ্রী অকালই সকলের উদ্ধার করেছিলেন । কিন্তু

তাঁকে সবাই ভুলে গেছে । এই ভুলে যাওয়াও এই নাটকেই আছে । জৈন ধর্মের লোকেদের খুব কড়া সন্ন্যাস । বাবা বলেন যে আমি তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখাই । বাবা কোনো কষ্ট দেন না । তোমরা এরোপ্লেনে চড়ো বা মোটরে ঘোরো, কোনো আপত্তি নেই । কিন্তু খাওয়া দাওয়া যতটা সম্ভব সাবধান থেকো । খাবারে দৃষ্টি দিয়েই তারপর তোমরা খাবে, কিন্তু বাচ্চারা এইকথা ভুলে যায় । এতেতো বাবাকে বা সাজনকে খুশীর সঙ্গে স্মরণ করতে হবে । সাজন, আমরা তোমার স্মরণেই তোমার সাথে ভোজন গ্রহণ করি । আপনার তো নিজের শরীর নেই । আমরা আপনাকে স্মরণ করে খাদ্য গ্রহণ করবো আর আপনি তার সুগন্ধ নিতে থাকুন । এমন স্মরণ করতে করতে তা অভ্যাসে পরিণত হবে আর খুশীর পারা চড়তে থাকবে । জ্ঞানের ধারণাও হতে থাকবে । কিছু কমতি থাকলে ধারণাও কম হবে । তার কিন্তু জোরে তীর লাগবে না । বাবার সঙ্গে যোগ অর্থাত্ সবকিছু দেখেও বুঝতে হবে এমন সুন্দর সুন্দর মহল কিছুই থাকবে না, সবই মাটিতে মিশে যাবে । এইসব আমাদের রাজধানীতে ছিলো না । এখন তো আমাদের রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । সেখানে এইসব কিছুই থাকবে না । নতুন দুনিয়া হবে । এই পুরোনো ঝাড় ইত্যাদি কিছুই থাকবে না । সেখানে সবই ফার্স্টক্লাস জিনিস থাকবে, এত জঙ্ক জানোয়ার , সবই শেষ হয়ে যাবে । এত রোগও সেখানে থাকবে না । এইসব পরে আসবে । সত্যযুগ হলো স্বর্গ । কিন্তু এখানকার সব জিনিসই দুঃখদায়ক । এইসময় প্রত্যেকেরই আসুরী মত । গভর্নমেন্টও চায়, এমন শিক্ষাব্যবস্থা হোক যাতে বাচ্চাদের চঞ্চলতা দূর হয় । এখন তো বাচ্চারা চঞ্চল হয়ে গেছে । ধর্ণা দেওয়া, অনশন করা এ সব তো হয়েই চলেছে । এসব কে শিখিয়েছে ? নিজেরা যা শিখেছে তাই নিজেদের সামনে আসে । বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমরা শান্তিতে থাকো । খুব জোরে গান বা এইসব নিয়ে উচ্চস্বরে কীর্তন, এ সবই হলো ভক্তিমার্গের চিহ্ন । তোমরা তো জন্ম – জন্মান্তর ধরে সাধনা করে আসছো , সাধনা এই নাম তো অনেকদিন ধরেই চলে আসছে । কিন্তু সদ্গতি কারোরই হয় না । তোমাদের কাছে ছবি বা বই না থাকলেও তোমরা মন্দিরে গিয়ে বোঝাতে পারো যে এই লক্ষ্মী – নারায়ণই প্রথমে স্বর্গের মালিক ছিলেন । তাঁরা নিশ্চই এই স্বর্গের রচয়িতার থেকে বর্সা বা সম্পত্তি পেয়েছিলেন । স্বর্গের রচয়িতা হলেন এই পরমপিতা পরমাত্মা, যিনিই আমাদের বোঝান । যারা মন্দির বানান তারা কিন্তু এইকথা জানেন না । তোমরা বাচ্চারাই বোঝাবে যে এই লক্ষ্মী – নারায়ণ পরমপিতা পরমাত্মার থেকেই বর্সা পেয়েছিলেন । অবশ্যই তা এই কলিযুগের শেষেই পেয়েছিলেন । গীতাতে রাজযোগের কথাই আছে । অবশ্যই এই সঙ্গমেই তাঁরা রাজযোগ শিখেছিলেন, আর তা পরমপিতা পরমাত্মার থেকেই শিখেছিলেন নাকি তাঁর রচনা শ্রীকৃষ্ণের থেকে । রচয়িতা হলেন এক বাবাই, যাকে হেভেনলী গড ফাদার বলা হয় । যারা খুব ভালো এবং বিশাল বুদ্ধিসম্পন্ন তারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারে আর ধারণাও করতে পারে । ছোটো ছোটো বাচ্চারা বড় মানুষদের সাথে কথা বলে, ছবি দেখিয়ে বোঝায় যে এদের রচয়িতা কে । কমন চিত্র হোক বা না হোক । বাচ্চারা ছেলেমানুষের ভাষায়ও বোঝাতে পারে । ছোটো ছোটো বাচ্চারা যদি হুঁশিয়ার হয়ে যায় তাহলে মানুষ বলবে, বলিহারি এমন বাবার, যিনি এনাদের এমন হুঁশিয়ার বানিয়েছেন । বাচ্চারা বলবে যে, আমরা জানি তাই তো শোনাতে পারি । বেহদের বাবা এখন রাজযোগ শেখাচ্ছেন । বাবা বলেন যে নিজেকে আত্মা মনে করো । কোনো দেহধারীকেই গুরু ভেবো না । এক সদ্গুরুই হলেন উদ্ধারকর্তা বাকি সবাই ডুবিয়ে দেন । তোমরা তাদের সামনে এমন ভাবে বলতে থাকবে যে তোমাদের নাম উজ্জ্বল হয়ে যাবে । কন্যাদের দ্বারাই জ্ঞান বাণ মারা হয়েছিলো – এমন দেখানো হয় । এমন নয় যে সবাই বুঝে যাবে । যারা আমাদের ধর্মের হবে তারাই তাড়াতাড়ি বুঝবে । যাদের বাণপ্রস্থে যাওয়ার সময় হয়েছে বা যারা মন্দির বানায় তাদের গিয়ে বোঝাও তাদেরই জাগানো উচিত । তাদের বলো, আমরা আপনাদের শিববাবার বায়োগ্রাফি বলছি । দ্বিতীয় নম্বরে আছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং

শংকর । আমরা আপনাদের এই পৃথিবীর হিস্ট্রি – জিওগ্রাফি বলছি যে মানুষ কিভাবে ৮৪ জন্ম নিয়েছে । এ হলো ৮৪ র চক্র । ব্রহ্মা, সরস্বতী সকলের কাহিনী বসে শোনাও । এই কাহিনী তোমরা বাচ্চারা ছাড়া কেউই বোঝাতে পারবে না । এসো, তোমাদের বলছি, লক্ষ্মী – নারায়ণ কিভাবে রাজ্য পেয়েছিলেন আর কিভাবে হারিয়েছিলেন । আচ্ছা, এই কথা না বুঝলেও অন্তত "মনমনাভব" হয়ে যাও । এমন বাচ্চাদের তো অবশ্যই গিয়ে সার্ভিস করা উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনো কমতি যদি তোমাদের ভিতরে থাকে তাহলে তাকে চেক করে বের করে দিতে হবে । বাবার কাছে যে প্রতিজ্ঞা করেছ, তাতে অটল থাকতে হবে ।

২) খাবার শুদ্ধতার সাথে বানিয়ে তাকে দৃষ্টি দিয়ে স্বীকার করতে হবে । বাবা অথবা সাজনের স্মরণে খুশীর সঙ্গে ভোজন করতে হবে ।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ কর্মের দ্বারা শুভ কামনার স্টক জমা করে চৈতন্য দর্শনীয় মূর্ত হও ।

যে কর্মই করো তাতে শুভকামনা নিতে থাকো আর দিতেও থাকো । শ্রেষ্ঠ কর্ম করলে সকলের শুভেচ্ছা সহজেই পাওয়া যায় । সকলের মুখ থেকেই এই কথা বেরোয় যে এ খুবই ভালো । বাহ্ । তাদের কর্মই স্মরণীয় হয়ে ওঠে । যে কাজই করো না কেন, খুশী দাও আর খুশী নাও, শুভেচ্ছা দাও আর শুভেচ্ছা নাও । যখন এই সঙ্গমে শুভেচ্ছা দেবে আর তা নিতেও থাকবে তখন তোমাদেরই জড় চিত্রের দ্বারা এই শুভকামনা তোমরা প্রাপ্ত করতে থাকবে । আর বর্তমানেও চৈতন্য দর্শনীয় মূর্ত হতে পারবে ।

স্লোগান :- সবসময় উৎসাহ – উদ্দীপনায় থাকো – তাহলেই আলস্য সমাপ্ত হয়ে যাবে ।